হোমিও প্যাথিক

ঔষধের

শক্তি ও মাত্রা

ডাঃ বিজয়কুমার বসু

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ১৭—৪৫

হোমিওপ্যাথিতে অভিজ্ঞতা কাহাকে বলে; শক্তি কাহাকে বলে; রোগীর কি প্রকার অবস্থায় কত শক্তির ঔষধ প্রদান করিতে হইবে; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণস্তরের সংজ্ঞা ও তৎক্ষেত্রে শক্তিনির্ণয়; অচির ও চিররোগে শক্তিনির্ণয়; সাধ্য ও অসাধ্য পীড়ার সংজ্ঞা ও তৎক্ষেত্রে চিকিৎসার পার্থক্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ৪৬—৭৬

চিকিৎসকের মহৎ কর্তব্য; আরোগ্যের সর্বোচ্চ আদর্শ; ক্ষুদ্র মাত্রার অর্থ উচ্চশক্তি ও বৃহৎ মাত্রার অর্থ নিম্নশক্তি কিনা; মাত্রার অর্থ পরিমাণবোধক কিনা এবং মাত্রার কমবেশিতে ফলের তারতম্য হয় কিনা; হ্যানিম্যান মাত্রা অর্থে কি বুঝিয়াছিলেন এবং ডাঃ কেন্ট, অ্যালেন, ন্যাশ, ডানহাম, ইউনান প্রভৃতি জগৎবরেণ্য চিকিৎসকগণ কে কি বুঝিয়াছিলেন এবং হ্যানিম্যানের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য বা সাদৃশ্য কোথায়, তাহা উপযুক্ত তথ্যাদি সহ বিশ্লেষণ, কোন্ মত গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

চিকিৎসাক্ষেত্রে মাত্রার প্রয়োগ ৭৭—১০৩

নির্বাচিত ঔষধ এক মাত্রা প্রয়োগ; ঔষধনির্বাচন অব্যর্থ হইলে এক মাত্রাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া শক্তিপরিবর্তন করিয়া

প্রয়োগ; শক্তি পরিবর্তনরীতি; রোগীর ও রোগের বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন প্রকার মাত্রা প্রদানের ব্যবস্থা; সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে বিভক্ত মাত্রায় শক্তিপরিবর্তনরীতিতে ঔষধপ্রয়োগ প্রথা, যাহা তিনি শেষ জীবনে উপলব্ধি করিয়া ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গ্যাননে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, হ্যানিম্যান জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোন্ কোন্ সময় কিভাবে ঔষধপ্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; পুনঃপুন মাত্রাপ্রয়োগনীতি অনুযায়ী রোগীর এক-চতুর্থাংশ কম সময়ে আরোগ্য হওয়ার কথা; পুনঃপুন মাত্রাপ্রয়োগনীতির বিশ্লেষণ; হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি অচিররোগে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে এবং চিররোগ চিকিৎসার শেষভাগে হয় কেন; অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ারোধের জন্য হ্যানিম্যান কর্তৃক ক্রমশ মাত্রার সূক্ষ্মীকরণ ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

৫০ সহস্রতমিক শক্তি ১০৪—১৪২

৫০ সহস্রতমিক শক্তি চিকিৎসাক্ষেত্রে যাহাতে প্রত্যেকেই ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্য রোগিবিবরণী সহ তিনটি প্রবন্ধ প্রদত্ত হইল। যথা, (১) ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ এবং তাহার ব্যবহার-প্রণালী, (২) ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধের উপযোগিতা ও গভীরতা এবং (৩) হ্যানিম্যান কিভাবে ঔষধ দিতেন।

পরিশিষ্ট অধ্যায়

ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গ্যানন প্রকাশে বিলম্বের কারণ

১৪৩—১৪৬

প্রথম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি

গত কয়েক বৎসর হইতে অনেকে আমাকে ঔষধের শক্তি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে করিতেছেন। আমি দেখিয়াছি যে, এ বিষয়ে চিকিৎসকদের জ্ঞানও যথেষ্ট নহে। অথচ ঔষধটি সুনির্বাচিত হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তিটি যথার্থ না হয়, ততক্ষণ হয় ভালো ক্রিয়া হয় না, নতুবা আদৌ কোন ক্রিয়া হয় না। কিন্তু বিষয়টি এত জটিল যে, কোন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসকও এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা ভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ দিতে পারেন না, আমার ন্যায় তরুণ চিকিৎসকের তো কথাই নাই। তবুও যতদূর সম্ভব আমি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। অন্য প্যাথির কথা বাদ দিতেছি, কারণ সেখানে চিকিৎসাবিষয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করা হয় না। তজ্জন্য অ্যালোপ্যাথিক ভ্রাতাদিগের নিকট অভিজ্ঞতা শব্দটি বড়ই মূল্যবান এবং লোভনীয়ও বটে।

অমুক-অমুক ডাক্তার বহু বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছেন যে, অমুক রোগে অমুক ঔষধটি একপ্রকার অব্যর্থ। সুতরাং বাকী চিকিৎসকেরাও চক্ষু বুন্ধ করিয়া ঔষধটি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিফল মনোরথ হইয়া পুনরায় আর একজন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ২।৩ জন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে করিতে, হয় রোগী হাতছাড়া হইয়া যায়, নয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা যাপ্যাবস্থায় কিছুকাল নির্ভাবনায় যাপন করে, না হয় নূতন নূতন রোগলক্ষণের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি। মফঃস্বলের একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক কোন রোগীর চিকিৎসাকালীন যদি কলিকাতা বা শহরের চিকিৎসককে

পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বদাই পূর্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকেন। প্রতিবাদ করিলে বলেন যে, উহা তাঁহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, সুতরাং আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু কোন পল্লীগ্রামের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যদি যত্নপূর্বক লক্ষণসংগ্রহ করিয়া উপযুক্তভাবে কোন রোগীকে ঔষধপ্রদান করেন এবং যদি স্বয়ং হ্যানিম্যান আসিয়া বলেন যে, ঐ ঔষধটি ব্যবস্থা করা ভুল হইয়াছে, বরং অমুক ঔষধ দিলে সত্বর উপকার হইত, কেন না অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঐরূপ হইতে দেখিয়াছেন, তাহা হইলেও পল্লীগ্রামের চিকিৎসক তাহাতে কর্ণপাত করেন না। যেহেতু হ্যানিম্যান যদিও একটি মহৎ সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি তিনিও নীতি ও শৃঙ্খলার অধীন। নীতি বা নিয়মের পরিচালনায় যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হয়, অভিজ্ঞতার ফলে তাহাই সমর্থিত হয় মাত্র। পরন্তু অভিজ্ঞতার ফলে কোন আবিষ্কার সম্ভব হয় না; কিন্তু মানুষ যখন নীতি-মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হয়, তখন অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিলক্ষিত বস্তুনিচয় নীতির অনুরূপ বলিয়াই বিশ্বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কোন নীতি নাই, সত্যানুরাগ নাই, নিয়ম নাই, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যে ব্যক্তি নিয়মের অধীন নহে, কেবল সেই ব্যক্তিই মনে করিতে পারে যে, অভিজ্ঞতার বলে আবিষ্কার করা সম্ভব[১]। ভ্রান্তসংস্কারশূন্য পর্যবেক্ষক (The unprejudiced observer)[২] ভিন্ন অন্য কেহ প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অধিকারী নহেন। কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি জগতে বিরল। মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেন যে, কতকগুলি লোক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অজ্ঞ থাকিয়া যায়, আবার কতকগুলি লোক প্রথম হইতেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সম্ভবত এই জন্যই হ্যানিম্যান উহা বলিয়া থাকিবেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী হিসাবে হোমিওপ্যাথিক মহারথীদিগের নিকট গমন করিয়াছি,

---

[১] Kent's *Lectures on Homoeopathic Philosophy*, (1937 ed.), Lecture IV, p. 35.

[২] *Organon*, § 6.

উপায় দ্বারা এমন এক অবস্থায় আনা যায়, যদ্দ্বারা আমাদের শরীরস্থ সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন সূত্রগুলির (tissue) উপর প্রবলভাবে কার্য করিতে পারে, তাহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তীকৃত (potentization or dynamization) করা বলে[৩] অ্যাকোনাইট ৩০ বলিলে ৩০ শক্তির অ্যাকোনাইট বুঝিতে হইবে—কখনও ৩০ ডাইলিউসনের অ্যাকোনাইট নহে। অথচ কোন-কোন গ্রন্থকার উপযুক্ত দুইটি শব্দই একার্থবোধক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এইবার স্থূলশক্তি ও সূক্ষ্মশক্তি কাহাকে বলে এবং উহাদের ক্রিয়া কিরূপ তাহাই বলি। কোন মূল ঔষধের পরমাণুসমূহ (atoms) পরস্পর সংশ্লিষ্ট বা একত্রিতভাবে থাকিয়া যে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাকে সেই ঔষধের স্থূল বা জড়শক্তি (mechanical force) বলে। আর কোন মূল ঔষধের পরমাণুসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হইয়া এক প্রবল শক্তি উৎপন্ন করিলে, তাহাকে সেই ঔষধের সূক্ষ্মশক্তি (dynamical force) বলে। স্থূলশক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া বহুগুণে অধিক এবং বিভিন্ন মুখী; — কেন? কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইবার সময় তাহার পরমাণুসমূহ মলিকিউলস (molecules)[৪] হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় উহা বৈদ্যুতিক তেজে পূর্ণ হয়—সাধারণ পরমাণুর ন্যায় থাকে না। এই তেজোপূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইলে আয়ন্‌স্ (ions) নামে অভিহিত হয় এবং শক্তিস্তরে উপনীত হয়। স্থূল ঔষধের আয়ন্‌স্ হয় না, শক্তিও হয় না। এই বিষয়টি অন্যভাবে বিস্তৃত করিয়া না বলিলে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হইবে না।

---

[৩] Hahnemann's *Chronic Diseases—Its Nature and Cure.*

[৪] পরমাণু (atom) ও অণুর (molecule) মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রীক্ ভাষায় অ্যাটমস্ (atomos) শব্দের অর্থ অবিভাজ্য। মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম কণাকে বলা হয় উহার পরমাণু। যৌগিক পদার্থের স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট সূক্ষ্মতম কণাকে অণু বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে লক্ষ লক্ষ পদার্থের অণু গঠিত হয়। অণু ও পরমাণুর ভিতর বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যাহা এক্ষেত্রে বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

কোন কঠিন দ্রব্যকে ক্রমাগত ঘর্ষণ ও পেষণ করিতে করিতে উহা ক্রমশ বিভক্ত হইতে হইতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় যে, যখন আর ঘর্ষণ করিলেও বিভক্ত হয় না। বলপূর্বক ঘর্ষণ করিলে একটি অণুর সহিত আর একটি অণুর আঘাতে এক নূতন শক্তি (cohesive force) আবির্ভূত হইয়া পূর্বে বিশ্লিষ্ট অণুগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়া পূর্বের ন্যায় জড়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল দ্রব্য অপেক্ষা কঠিন দ্রব্যের এই একত্রিত করণের শক্তি (coesive forece) অধিক।

এই প্রকার অবস্থা বারণ করিবার জন্য, বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর হ্যানিম্যান ভৈষজ্যগুণবিহীন দুগ্ধ শর্করার[৫] সহিত চূর্ণ করিবার এক নূতন নিয়মের প্রবর্তন করিলেন। তাহার ফলে ঔষধের পরমাণুসমূহ উৎকৃষ্টরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া বৈদ্যুতিক তেজে পূর্ণ হইয়া অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং ঐ প্রকার বিশ্লিষ্ট অবস্থায় বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হইল। তরল ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণত অ্যালকোহলের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।[৬]

দ্রব্যমাত্রেরই উপরিভাগে বৈদ্যুতিক শক্তি অবস্থিতি করে—অভ্যন্তরভাগে কিছুই থাকে না। সুতরাং কোন দ্রব্যকে যতই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়, ততই তাহার বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একটি প্রকাণ্ড গোলককে (ball) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গোলকে কিম্বা একটি নিরেট নলকে (solid pipe) একাধিক ফাঁপা নলে পরিণত করিলে উহাদের উপরিভাগ বা বহিরাবরণভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বড় গোলক বা নিরেট নল অপেক্ষা

---

[৫] দুগ্ধ-শর্করা (saccharum lactis) যে গুণহীন নহে, তাহা ঔষধের গুণপরীক্ষায় (provings) প্রমাণিত হইয়াছে।

[৬] অর্গ্যাননে অথবা ফার্মাকোপিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা আছে।

বহুগুণে অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন হয়। স্থূল ভেষজ আলোড়ন (তরল হইলে) অথবা ঘর্ষণ (শুষ্ক হইলে) দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। ঔষধের শক্তিকে ক্রমশ উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিয়া উহা হইতে অভূতপূর্ব বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ করিতে হইলে ঔষধসমূহকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমাগত ঘর্ষণ বা আলোড়ন দ্বারা উহার আরও অভ্যন্তর ভাগে, এমন কি উহার মর্মে মর্মে যে লুপ্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি উচ্চশক্তির ঔষধ এত বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন যে, মানবের উৎকৃষ্টতম বৃত্তিনিচয়ের অতি সূক্ষ্মস্তরে আঘাত করিতে সমর্থ, এমন কি বংশানুক্রমিক প্রবণতাটিকে পর্যন্ত আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রটাই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। কেন না, অন্য প্যাথি বা তাঁহার ভক্তগণ ইহার সম্বন্ধে যে অন্যায় উক্তি করিয়া থাকেন, তাহার কারণ এখানেই। স্বর্ণ হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসকদের নিকট এক মূল্যবান ঔষধ। অথচ অ্যালোপ্যাথরা উহার নামও করেন না। অ্যালোপ্যাথরা জানেন যে, থাবা-থাবা স্বর্ণ উদরস্থ করিলেও উহার দ্বারা কোন সুফল হইবে না। কিন্তু মর্দনাদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা অন্য দুই প্যাথিরা উহার দ্বারা অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অধিক লবণ ভক্ষণকারীকে ২।১ মাত্রা লবণের (Natrum muriaticums) উচ্চশক্তি প্রদানে তাহাদের অনেক জটিল পীড়া কি প্রকার ত্বরিৎ গতিতে আরোগ্য হয়, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বলিতে পারেন। অথচ আহারের সময় নিত্য অধিক মাত্রায় লবণ খাইয়াও তাঁহাদের শরীরে কোন ক্রিয়া হয় না।

অ্যালোপ্যাথরা হয়ত বিষয়টি শ্রবণ করিলে অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। কিন্তু কলেরার সময় রোগীর শরীরে লবণজল প্রবেশ করাইবার (saline injection) কথা বোধ হয় তাঁহারা বিস্মৃত